সংবাদ

4 JUN 2017

৬০ ভাগ শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনতে হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল বাংলাদেশ প্রাইভেট পলিটেকনিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিপিওএ)-এর ২য় জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ প্রাইভেট পলিটেকনিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিপিওএ)-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. নজরুল ইসলাম বাবু, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিপিওএ সম্পাদক সোহেলি ইয়াসমিন প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মানসম্পন্ন পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থা একই মানে নিয়ে আসতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। দেশে বর্তমানে ১৪ ভাগ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় লেখাপড়া করছে। এ সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। ইউরোপের দেশগুলোতে প্রায় ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত। সরকার পর্যায়ক্রমে শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমৃদ্ধ দেশ গড়তে নতুন প্রজন্মকে আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে হবে। তা না হলে এরাই হয়ে উঠবে দেশের জন্য বড় বোঝা। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে পাঠদান কার্যক্রমে অধিকতর মনোনিবেশ করারাও আহ্বান জানান।

ড. আবদুস সোবহান গোলাপ বলেন, আমি নিজেও দুটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মালিক। সমস্ত খরচ আমাকেই বহন করতে হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটু আন্তরিক হলেই আমরা এ বিষয়ে উপকৃত হতাম।

তিনি বলেন, প্রাইভেট পলিটেকনিক ছাড়া ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সরকার ও কারিগরি বোর্ডের আন্তরিকতায় বেসরকারি পলিটেকনিক শিক্ষা ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে ভিশন বাস্তবায়ন খুব দ্রুতই সম্ভব।

মো. আলমগীর বলেন, অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। তবে একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড মেনে। কারণ সরকারের অর্থ অঢেল নয়। সরকারের অর্থ মানেই জনগণের অর্থ। তাই এ বিষয়ে একটি নীতিমালা হওয়া জরুরি।

অশোক কুমার বিশ্বাস বলেন, সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিকের যৌথ উদ্যোগে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ তারা দেশ গড়ায় ভূমিকা রাখছে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় সংশ্লিষ্টদের মনযোগী হওয়া উচিত।

এর আগে সকালে বাংলাদেশ প্রাইভেট পলিটেকনিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিপিওএ)-এর সাংগঠনিক সেশন ও গঠনতন্ত্র সংশোধনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি হিসেবে প্রকৌশলী শামসুর রহমান এবং সম্পাদক হিসেবে সোহেলি ইয়াসমিন নির্বাচিত হন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর